সংবাদ

তারিখ ... 03 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৫ ...

শিক্ষাকর্তার যোগসাজশে স্কুলের অনুমোদন পেতে ব্যাপক অনিয়ম

প্রতিনিধি, শরণখোলা (বাগেরহাট)

বাগেরহাটের শরণখোলায় শিক্ষা কর্মকর্তার যোগসাজশে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নামে সরকারি বিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষার্থীকে মডেল টেস্ট পরীক্ষায় অনুমোদনহীন একটি বিদ্যালয়ের অনুকূলে হাজির দেখানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার দক্ষিণ সাউথখালী এলাকার সিএসবি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষা কেন্দ্রে। উপজেলার সুন্দরবন সংলগ্ন শরণখোলা এলাকার বাসিন্দা মুক্তিযোদ্ধা হোসেন আলী মুন্সীর ছেলে ইউপি সদস্য মো. বাচ্চু মুন্সী তার লিখিত অভিযোগে জানান, তিনি এবং চালিতাবুনিয়া এলাকার বাসিন্দা সাংবাদিক মো. নজরুল ইসলামের উদ্যোগে গত ২০০৪ সালে তাদের এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কোমলমতি ছেলে মেয়েদের নিরক্ষর মুক্ত করার লক্ষ্যে সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় চরপাড়া মাতৃভাষা নামের একটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এবং তৃতীয় ধাপে জাতীয়করণের জন্য বিদ্যালয়টির সভাপতি বাচ্চু মুন্সী প্রধানমন্ত্রী বরাবর আবেদন করলে তার ধারাবাহিকতায় বিদ্যালয়টি বাগেরহাট ৪ আসনের সংসদ সদস্য ডা. মোজাম্মেল হোসেন জোর সুপারিশ করেন। তার প্রেক্ষিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিচালক আবুল কালাম সামশুদ্দিন বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলার অপেক্ষমাণ বিদ্যালয়ের ৪ নং তালিকায় ওই চরপাড়া মাতৃভাষা স্কুলের নামটি অন্তর্ভুক্ত করে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে প্রতিবেদন দেয়ার নির্দেশ দেন।

কিন্তু তৎকালীন ঘুষখোর শরণখোলা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মোস্তাক আহম্মেদ স্থানীয় বাসিন্দা বিএনপি সরকারের আমলের গ্রাম সরকার মৃত. আবদুল মজিত বয়াতীর ছেলে আবুল আসলাম তুহিন বয়াতী ও তার ছোট ভাই আবুল হাসান মাসুদ বয়াতীসহ স্থানীয় স্বাধীনতাবিরোধী এক চক্রের সঙ্গে আতাত করে মোটা অংকের ঘুষ নিয়ে একই নামে দুটি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বাচ্চু মুন্সীর প্রতিপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একটি দায়সারা প্রতিবেদন দিয়ে অন্যত্র বদলি হয়ে যায়। সেই থেকে আবুল হাসান মাসুদ বয়াতী গং বাচ্চু মুন্সীর বিদ্যালয়টি ধ্বংসের জন্য উঠে পড়ে লাগে। এবং বিভিন্ন বাধার সৃষ্টি করে একই স্থানে একই নামে নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাত মরিয়া হয়ে উঠে স্বাধীনতাবিরোধী ওই চক্রের হোতারা। কোন ভাবে পূর্বে প্রতিষ্ঠিত চরপাড়া মাতৃভাষা স্কুলটি ভুলুল করতে না পেরে বর্তমান উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তা আক্তার হোসেন (ভারপ্রাপ্ত) কে কয়েক লাখ টাকা উৎকোচে ম্যানেজ করে সম্প্রতি ওই ইউনিয়নের শরণখোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ জন ছাত্রকে ভাড়া করে মডেল টেস্ট পরিক্ষায় মাসুদ বয়াতীর ছাত্র বলে উপস্থিত দেখাতে গিয়ে হাতে না হাতে ধরা পড়ে। এ বিষয় ওই পরীক্ষাকেন্দ্রের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম বলেন, শিক্ষক নামধারী মাসুদের কোন স্কুলের ছাত্র এ কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশ নেয়নি। এবং তার স্কুলের কোন নাম এ কেন্দ্রে নেই। স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য মাসুদ জালিয়াতির আশ্রয় নিতে চাচ্ছিলেন। অপরদিকে, শরণখোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. সোহরাপ হোসেন বলেন, মাসুদ যে ছাত্র ছাত্রীদের নাম দাবী করে তারা আমার বিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষার্থী এবং উপবৃত্তিসহ সকল সুযোগ সুবিধা শরণখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই গ্রহণ করছে। ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মাসুদ তার ব্যার্থতা ঢাকতে চাইছে। বিদ্যালয় স্থাপন নিয়ে দ্বন্দ্বের বিষয়ে স্থানীয় এক সমাজসেবক বলেন, বর্তমান ঘুষখোর শিক্ষা কর্মকর্তার যোগসাজশে বাচ্চু মুন্সী ও নজরুলের প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি ধ্বংসের ষড়যন্ত্র চলছে। বিনিময়ে লাখ লাখ টাকা হাতানো ফন্দি শুরু করেছে শিক্ষা অফিসের কিছু অসাধু কর্মকর্তারা। এক স্কুলের ছাত্র অন্য স্কুলের নামে পরীক্ষা দেয়ার এমন ঘটনা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে স্থানীয়দের চেয়ে কর্মকর্তারাই বেশি জড়িত।

এছাড়াও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আখতার হোসেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও স্থানীয় এমপি মহোদয়ের নির্দেশের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে চলছে। শিক্ষা কর্মকর্তা আখতার হোসেন ও স্বাধীনতাবিরোধী চক্র মাসুদ গংয়ের খুঁটির জোর কোথায় তা প্রশাসনের খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেয়া উচিত। তবে আবুল হাসান মাসুদ দাবি করেন, তিনিও একটি বিদ্যালয় ওই এলাকায় একই নামে স্থাপনের চেষ্টা চালাচ্ছে। অনুমোদন পাওয়ার জন্য নিয়ম অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু করেছে। যারা শরণখোলা বিদ্যালয়ের ছাত্র দাবি করে তারা তার স্কুলের ছাত্র। একটি মহল তার বিরুদ্ধে প্রভাগণ্ডা ছড়াচ্ছে মাত্র। এ বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আখতার হোসেন (ভারপ্রাপ্ত) তার বিরুদ্ধে আনিত বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগের অস্বীকার করে বলেন, চরপাড়া মাতৃভাষা স্কুলটি নিয়ে স্থানীয়ভাবে দীর্ঘদিন ধরে ঝামেলা চলছে। তবে টেস্ট পরীক্ষা এক স্কুলের ছাত্র অন্য স্কুলের নামে হাজির দেখানো হলে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।